শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ ঝিলিক, শীতলকুচি : তোমার ১১তম শুভ জন্মদিনে জানাই আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। ঈশ্বরের কাছে তোমার শুভ কামনা প্রার্থনা করি। দাদাই, ঠাম্মা, মা, বাবা, পশ্চিম শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গা।

জয়ী ডাঙাপাড়া একতা

পলাশবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পূর্ব কাঁঠালবাড়ি কমিটির ফুটবল সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ডাঙাপাড়া একতা সংঘ ১-০ গোলে নেতাজি সংঘকে হারিয়েছে। শিলবাড়িহাট মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা শ্যামল চম্প্রমারি।

বাড়িতে বাবার মৃতদেহ, মাঠে আকাশ

শিলাজিৎ সরকার

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : বাবার মৃত্যুর খবর শুনেও রনজি ট্রফির ম্যাচ ছেড়ে যাননি। ৯০ রানের ইনিংস খেলে দলকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহলির জীবনের এই গল্প সবার জানা।

সোমবার কলকাতা ময়দান দেখল পিয়ারলেসের ফুটবলার আকাশ মুখোপাধ্যায়কে। রবিবার রাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বাবার স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়ে এদিন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে কলকাতা লিগের ম্যাচে নেমে পড়লেন জার্সি গায়ে। শুধু মাঠে নামাই নয়, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন ডিফেন্সকে। তাঁর এই ইস্পাতকঠিন মানসিকতাকে কুর্নিশ পিয়ারলেসের কোচ সুব্রত (পটলা) ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে কর্তা অশোক দাশগুপ্তের।

> “এই অপেশাদার ছেলেগুলোর জন্যই ভারতীয় ফুটবল বেঁচে আছে।
>
> –সুব্রত ভট্টাচার্য (পটলা)
> *পিয়ারলেসের কোচ*

ম্যাচে টালিগঞ্জকে ৬-২ গোলে উড়িয়ে দিয়ে সতীর্থরা এই জয় উৎসর্গ করলেন আকাশের বাবাকে। এদিন হ্যাটট্রিক করেন আনসুমানা ক্রোমা, বাকি তিনটি পঙ্কজ মৌলা, রোমারিক ও শ্যাম কুমারের। টালিগঞ্জের হয়ে জোড়া গোল চিজোবা ক্রিস্টোফারের।

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার বোড়ালের বাসিন্দা আকাশ ইস্টবেঙ্গল অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী। বছর কুড়ির এই ডিফেন্ডারকে ট্রায়ালে দেখেই পছন্দ হয়ে যায় কোচ সুব্রতর। দলে নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। সোমবার সকালে কোচকে ফোন করেই বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন আকাশ। সঙ্গে জানান, এদিন খেলবেন। সুব্রতর কথায়, ‘সকালে ফোন করে বলল, স্যর বাবা মারা গিয়েছেন গতকাল রাতে। তবে আমি এই ম্যাচে খেলতে চাই। আমি না করিনি। বিষয়টি নিয়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলি। সেখানে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর ওকে দলে রাখি।’ ম্যাচের আগে সাজঘরে এসে এই খবর দলের অন্যদের জানান কোচই। তখন বাকিরা ঠিক করেন, আকাশের বাবার জন্য এই ম্যাচ জিততে হবে। এদিনের তিন গোল ও ম্যাচের সেরার পুরস্কার আকাশের বাবাকে উৎসর্গ করলেন ক্রোমা। আকাশ নিজে পেলেন সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার।

ম্যাচে সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার হাতে আকাশ মুখোপাধ্যায়।

সুব্রতর মতে, এদিন কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ম্যাচটা খেললেন আকাশ। তিনি বলেছেন, ‘আজ ও অনবদ্য খেলেছে। এমনিতেই ও আমাদের দলের সেরা ডিফেন্ডার। তবে আজ যেন অপ্রতিরোধ্য ছিল।’ দ্বিতীয়ার্ধের মাঝে হেড দিতে গিয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন আকাশ। তাঁর মাথায় ৬টি সেলাই পড়েছে। তাঁর উঠে যাওয়ার পর ডিফেন্স নড়বড়ে হয়েছে বলে দাবি সুব্রতর, ‘আজ আকাশ টালিগঞ্জের বিদেশি স্ট্রাইকার ক্রিস্টোফারকে নড়তেই দেয়নি। ও উঠে যাওয়ার পর গোল দুটো খেলাম। ও শেষপর্যন্ত থাকলে হয়তো ক্লিন শিট নিয়েই মাঠ ছাড়তাম।’ প্রিয় ছাত্র সম্পর্কে বলেছেন, ‘বাবার দেহ বাড়িতে রেখে ছেলে ম্যাচ খেলতে এসেছে, কলকাতা ময়দানে এতদিনে এমন কিছু দেখিনি। ওর মানসিকতাকে কুর্নিশ।’ কর্তা অশোক দাশগুপ্তও বিস্মিত আকাশের কাজে। বললেন, ‘এমন ছেলে কখনও দেখিনি।’

আকাশের এই পদক্ষেপ উসকে দিয়েছে কলকাতা লিগের অপেশাদারিত্ব বিতর্কও। সুব্রতর কথায়, ‘এই অপেশাদার ছেলেগুলোর জন্যই ভারতীয় ফুটবল বেঁচে আছে।’ তাঁর আশা, বাবার ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে বড় ফুটবলার হবেন আকাশ। তাঁর মাথার চোট দ্রুত সারুক, প্রার্থনা গর্বিত কোচের।

সরানো হল নীরজদের কোচ উই হানকে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নয় দ্য অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এএফআই)। তাই নতুন করে জ্যাভলিনের জাতীয় কোচ উই হানের সঙ্গে চুক্তি করা হচ্ছে না। টোকিও অলিম্পিক পর্যন্ত ৫৯ বছর বয়সি জার্মান কোচের সঙ্গে চুক্তি ছিল ফেডারেশনের। সোমবার এএফআই সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা বলেছেন, ‘দুইজন নতুন কোচ আনছি। উই হানকে নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। ওঁর চুক্তি বাড়ানো হচ্ছে না। শট পাটের তেজিন্দার পাল সিং তুরের জন্যও কোচ আনা হচ্ছে।’ ২০১৭ সালে তিন অলিম্পিয়ান ভারতীয় জ্যাভলার নীরজ, শিবপাল সিং ও অন্নু রানির জন্য কোচ করা হয় হানকে। ২০১৮ সালে তাঁর কোচিংয়েই কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। অলিম্পিকে অবশ্য নীরজের কোচ ছিলেন আরও এক জার্মান ক্লাউজ বার্তোনিয়েজ। অলিম্পিকের আগে বিতর্ক উসকে এএফআই ও সাইয়ের বিরুদ্ধে চুক্তি নিয়ে ব্ল্যাক মেলের অভিযোগ করেন হান। দুই পক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁর অভিযোগ খারিজ করে।

E-TENDER NOTICE

Tenders are hereby invited vide e-NIT NO. 02/21-22(SL NO. 01 to 03), 03/21-22 (SL NO. 01 to 07), 04/21-22(SL NO. 01 to 02), 05/21-22 (SL NO. 01 to 03) dated : 07/09/2021. For further details visit the website: http://wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Jharaltagram I G.P.

Following e-Tender is declared as cancelled due to some unavoidable circumstances.
Ref. NIT No. WB/MB-II GP/95/ e-Tender/2021-22, dated : 07.09.2021
New NIT No. WB/MB-II GP/105/e-Tender/2021-22, dated : 13.09.2021

Sd/-
Pradhan
Matiali Batabari No. II G.P.
P.O. Batabari, Dist. Jalpaiguri

আপনি আপনার সেক্স (SEX) সমস্যা বা অন্য কোন রকম শারিরীক গোপন সমস্যাকে অবহেলা করছেন না তো?

যৌন সমস্যা
লিঙ্গ শিথিলতা
সহবাসে অক্ষমতা
শীঘ্রপতন

স্বল্প খরচে, অল্প সময়ে অত্যাধুনিক উপায়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।

এছাড়াও পাইলস, ফিস্চুলা, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক, ব্রন, বাত, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, শ্বেতী, সোরাইসিস, যে কোনো নেশা ও মহিলাদের স্রাবজনিত সমস্যার পূর্ন আরোগ্যের নিশ্চয়তা।

হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আসুন ১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্রে

আরোগ্য হারবাল ক্লিনিক

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট, মুর্গিহাটির পাশে, সিকিম হোটেলের বিপরীতে, এস জি রোড

ফোন : 95474 67472

সুপার স্পেশালিটি হারবাল চিকিৎসাকেন্দ্র প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা।

(সঠিক নাম এবং সাইন বোর্ড দেখে আসবেন) আসার আগে ফোনে অবশ্যই যোগাযোগ করে আসবেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পাটিয়ালার এক বাসিন্দা

পাঞ্জাব, পাটিয়ালার এক বাসিন্দা জয় প্রকাশ - কে 16.08.2021 তারিখের ড্র-তে 65G 39259 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার।আনন্দিত বিজয়ী বললেন," ডিয়ার লটারি সাধারন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। আমার পরিবারের সাধারন চাহিদাগুলো পূরণ করার মত উপার্জনও আমার ছিল না, তাই আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। আজ ডিয়ার লটারিতে এক কোটি টাকা জিতে আমি আমার ভারসাম্যহীন জীবনটাকে ঠিক করতে পারব এবং তার সাথে সাথে পরিবারের চাহিদাগুলোও পূরণ করতে পারব। এই এক কোটি টাকা জেতার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমি নাগাল্যান্ড সরকারকে ও ডিয়ার লটারিকে দিচ্ছি। আজ ডিয়ার লটারি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এক পরিচিত নাম।"

ভারতে ওভারল্যাপের জনক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দল, বাংলা ও মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার ভবানী রায় প্রয়াত হলেন সোমবার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন ১৯৬৭ সালে। এর ঠিক দুই বছর পর মোহনবাগানের কলকাতা লিগ এবং আইএফএ শিল্ড জয়ে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ডিফেন্ডার হয়েও পাঁচ গোল করেন তিনি। মোহনবাগানের অধিনায়কত্বও করেন ১৯৭২ সালে। সেটাই ছিল সবুজ-মেরুন জার্সিতে তাঁর শেষ বছর। মোহনবাগানের ১৯৬৮, '৭০, '৭১ ও '৭২ (যুগ্মজয়ী) রোভার্সজয়ী, ৬৮ ও ৬৯'এ ডাঃ এইচকে মুখার্জি শিল্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ ট্রফি, বাবু কুঁয়ার সিং শিল্ড (৬৮) ও ৭০' এ নেহেরু ট্রফি জয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন ভবানী রায়। তিনি ছিলেন মূলত অমল দত্তের হাতে গড়া। তাঁদের সময়েই এদেশে ৪-৪-২ ছকে খেলা শুরু হয়। দেশের জার্সিও ১৯৬৯ সালেই প্রথমবার গায়ে দেন মারডেকা কাপে। তবে খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি ভারতের হয়ে। বাংলার হয়ে ১৯৬৮ সাল থেকে সন্তোষ ট্রফি খেলা শুরু করেন। ১৯৭১ সালে সন্তোষ ট্রফি জয়ের হ্যাটট্রিক করা দলের সদস্য ছিলেন ভবানী।

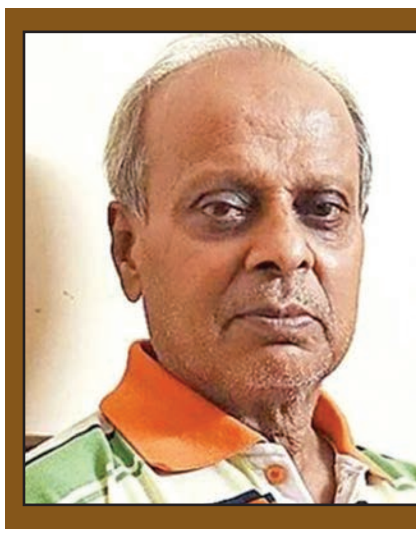

ভবানী রায়

মোহনবাগান– ১৯৬৬ থেকে '৭২
অধিনায়ক–১৯৭২
বাগানের হয়ে ট্রফি–১৯৬৯–লিগ ও শিল্ড
রোভার্স কাপ– ১৯৬৬, '৬৮, '৭০, '৭১, '৭২
১৯৬৯ সালে বাংলার চমকপ্রদ সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের অন্যতম সদস্য।
ভারতের হয়ে–মারডেকা–১৯৬৯

–তথ্য হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৯ সালে মোহনবাগানের কোচ হিসেবে প্রথম বছরেই অমল দত্ত এক নতুন স্টাইলে খেলা শুরু করেন। আনেন ওভারল্যাপিং। সেই ছক কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারিগর হয়ে ওঠেন ভবানী রায়। ওভারল্যাপের অর্থ হল দুই প্রান্ত ধরে দুই ব্যাকের ওপরে উঠে পেনাল্টি বক্সে বল ভাসিয়ে দেওয়া। ডানদিকে সেই কাজটা করতেন ভবানী। বাঁদিকে অবশ্য একাধিক ফুটবলারকে সেই কাজটা করতে দেখা গেছে।

এদিন দুপুরে তাঁর মরদেহ মোহনবাগান ক্লাবে নিয়ে আসা হয় সদস্য-সমর্থকদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন হ্যামিল্টন

মোনজা, ১৩ সেপ্টেম্বর : ফর্মুলা ওয়ানে ইতালিয়ান গ্রাঁ প্রি-তে অল্পের জন্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন সাতবারের চ্যাম্পিয়ন লুইস হ্যামিল্টন। রবিবার প্রথম পিট স্টপ থেকে বেরোনোর পর বাঁক নিতে গিয়ে রেড বুলের ম্যাক্স ভেরস্টাপেনের গাড়ি হ্যামিল্টনের মাথার উপর উঠে যায়। এই মরশুমে দ্বিতীয়বার হ্যামিল্টন-ভেরস্টাপেনের গাড়ির সংঘর্ষ হল। ২২৫ কিলোমিটার গতিতে ড্রাইভ করছিলেন ভেরস্টাপেন। হ্যামিল্টনকে ওভারটেক করতে গিয়েই তিনি এই কাণ্ড ঘটান। ধাক্কার জেরে ট্র্যাক থেকে ছিটকে যান দুইজনে। গাড়িতে থাকা হ্যালো ডিভাইসের জন্য হ্যামিল্টন বেঁচে যান। দুর্ঘটনার জন্য ভেরস্টাপেনের ৩ গ্রিড পয়েন্ট কাটা হয়েছে।

জয়ী এবিপিসি

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে এবিপিসি ৩-২ গোলে বন্ধু সমিতিকে হারিয়েছে। এবিপিসি-র কমলেশ রায়, নন্দ দাস ও স্বপন সাহা গোল করেন। বন্ধুর স্কোরার দীপ দাস।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে জোরপাকড়ি ফ্রেন্ডস ক্লাব। ছবি : জগন্নাথ রায়

কিশোরের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ফ্রেন্ডস

ময়নাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : আবাসতলি কিশোর সংঘের মলিন বসাক-চাঁদমোহন বসাক ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জোরপাকড়ি ফ্রেন্ডস ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে ময়নাগুড়ি রোড প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ গোলে অমীমাংসিত ছিল। ফ্রেন্ডসের দীপঙ্কর রায় ও রাহুল রায় গোল করেন। প্লেয়ার্স ইউনিটের গোলদাতা বিটু রায় ও ছোটু রায়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা দীপঙ্কর ও শিব রায়।

সুনীল-হরেরাম ট্রফি শুরু

ইসলামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় সুনীলচন্দ্র সাহা ও হরেরাম ঝা ট্রফি ফুটবল ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে সোমবার শুরু হয়েছে। করোনা বিধি মেনে দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হচ্ছে।উদ্বোধনী ম্যাচে আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব ৫-২ গোলে জিতেছে পাগলিগছ নবশক্তি সংঘের বিরুদ্ধে। অমর কিস্কু হ্যাটট্রিক করেন। অন্য দুইটি গোল সঞ্জু হেমরম ও নরেন হেমরমের। নবশক্তির গোল স্কোরার রাজু বর্মন ও আয়ুস মণ্ডল। মঙ্গলবার অগ্নিবীণা ক্লাব খেলবে ইসলামপুর জেলা পুলিশ দলের বিরুদ্ধে। সংস্থার পতাকা তুলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক সপ্তর্ষি নাগ।

ফাইনালে তেলিপাড়া

বানারহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর : পলাশাবাড়ি চা বাগানের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবের ৮ দলীয় বুঝারত খান ও মিন্টু ওরাওঁ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল তেলিপাড়া টিএফআই। পলাশবাড়ি চা বাগানের মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে জিতেছে মজদুর ক্লাবের বিরুদ্ধে।

শনিবার চামুর্চি মন্দির একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে মজদুর। বিশাল শা গোল করেন। রবিবার প্রথম সেমিফাইনাল হওয়ার কথা থাকলেও বিশেষ কারণে তা বাতিল হয়। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালের পর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার। সেদিন মুখোমুখি হবে নিউ ডুয়ার্স ডিভিশন ও বানারহাট জুনিয়ার স্পোর্টিং ক্লাব।

ভাই ভাইয়ের ফুটবল শুরু

মালবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর : নেপুচাপুর ভাই ভাই ক্লাবের রামপূজন প্রসাদ ও সীতারাম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবল সোমবার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ১০৬৪ টাইব্রেকারে হারিয়েছে আয়োজকদের। নির্ধারিত সময় ছিল গোলশূন্য। মঙ্গলবার খেলবে বাতাবাড়ি ফোনিক্স ও নেপুচাপুর চা বাগান।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in